ডালি

সৈয়দ এম্‌দাদ্‌ আলী

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক,
এলবার্ট লাইব্রেরী, নবাবপুর,
ঢাকা।

ঢাকা,
ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউসে
প্রিণ্টার শ্রীসেখ আনসার আলি দ্বারা মুদ্রিত

নিবেদন।

আমার কয়েকটি কবিতা পূর্ব্বে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সহিত আর কয়েকটি নূতন কবিতা যোগ করিয়া দিয়া "ডালি" প্রকাশ করা গেল। প্রিয়জনের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই আমি এই অসীম সাহসের কাজে হাত দিয়াছি। আমি যে মন্দ করিয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তবে মাতৃভাষার সেবকরূপে পরিচিত হওয়ার বাসনা বলবতী হওয়াতেই আমি ডালির প্রকাশ বিষয়ে নিন্দা-প্রশংসার দিক দিয়া দৃষ্টি করি নাই।

আমার আবাল্য সুহৃদ্, 'ছেলেদের চণ্ডী', 'শাক্যসিংহ' 'সর্ব্বানন্দ' প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থের রচয়িতা সুলেখক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় "ডালির" প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন এবং আরও নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরঋণী রহিলাম। ইতি।

কালীগঞ্জ, ঢাকা,
বৈশাখ, ১৩১৯। } সৈয়দ এমদাদ্ আলী

সূচীপত্র।

প্রিয়তমাসু ।

ডালি।

ক্ষুদ্র জনা দেয় ক্ষুদ্র ডালি,

আপনার শকতি বুঝিয়া,

মহৎ যে তারি দান শুধু

মহানেরে রহে জড়াইয়া !

মহতের আঙ্গিনার পাশে,

ক্ষুদ্র জনা সেও পায় স্থান,

সেই আশা হৃদয়ে লইয়া

আজ দীন হ'য়ে আগুয়ান

বঙ্গভাষা হস্তে সঁপি দিল এই ডালি,—

শরম সঙ্কোচভরা হৃদয়টি খালি !

জ্যোতি

ঈদ।

১

কুহেলি তিমির সরায়ে দূরে
তরুণ অরুণ উঠিছে ধীরে
রাঙ্গিয়া প্রত্যেক তরু শিরে
আজি কি হর্ষ ভরে

আজি প্রভাতের মৃদুল বায়
রঙ্গে নাচিয়া যেন ক'য়ে যায়,
"মোস্লেম-জগত আজি একতায়
দেখ কত বল ধরে।

হের আজি সবে শুভলগ্নে মিলি'
দ্বেষ-হিংসা সব দূরে ঠেলি ফেলি'
ভাই ভাই বলি করে কোলাকুলি,
সে দৃশ্য কি মধুময়!

আজিকে যেনরে আসিছে ভাসি
নন্দন-কুসুম-গন্ধ রাশি

আমারি পরাণে জাগায়ে হাসি—
আশার লহরী চয় !

আমি প্রভাতের সুস্নিগ্ধ বায়,
নিশাশেষে লভি জনম হায়,
যুগযুগ ধরি বিপুল ধরায়,
উত্থান-পতন হেরি ।

কত সখ্য-ঐক্য-প্রীতির কথা,
কত সুকবির হৃদয়ের ব্যথা,
কত বীরেন্দ্রের তেজোময়ী গাথা,
শুনিনু শ্রবণ ভরি ।

কিন্তু গো সকলি মানে পরাজয়
সে দৃশ্যের কাছে, যে দৃশ্য নিচয়
হেরেছি মোস্লেম-জগৎময়
আজি পুণ্যের পুলকে !

সব গেছে ; তবু সে ধর্ম্ম-বন্ধন
আজিও অটুট রয়েছে তেমন,

তেমনি করিয়া মোস্লেম-জীবন
ভাসে আশার আলোকে !”

ধর্ম্ম ও কর্ম্মেরে জীবনের মাঝে
প্রতিষ্ঠিত করি আজ,
জীবন-আহবে হও অগ্রসর,
তাতে নাহি কোন লাজ।

যে চেতনা থাকে এক দিন জাগি,
দীর্ঘ নিদ্রা তার পরে,
সে ত আনে শুধু ঘন অবসাদ,
জীবনে ঢালে সে অনন্ত বিষাদ,
দেও তারে দূর করে।

জ্ঞান ও কর্ম্মের পূজারি হইয়া
সম্মুখে ধাইলে সবে,
দীর্ঘ জীবনের জড়তার রাশি
হবে, অবসান হবে।

২

বিশ্ব যুড়ি' মোস্লেমের গৃহে গৃহে আজি
শুধু হাসি শুধু কলরব,
শত্রু আজি শত্রু নহে, মিত্ররূপে সাজি'
সাধিতেছে এক মহোৎসব।
যে উৎসবে এতখানি সাম্যভাব জাগে,
হৃদে উঠে প্রীতির উচ্ছ্বাস,
সে কি শুধু বৃথা হবে?—নব অনুরাগে
পূরাবে না জীবনের আশ?
এতদিন দূরে থাকি, একা থাকি ভাই,
কত টুকু লভেছ সম্বল?
আপনারে ছিন্ন করি নিজ দল হ'তে
মনোবাঞ্ছা হয়েছে সফল?
তা'ত নহে, তুমি শুধু আপনার লাগি'
মৃত্যুশয্যা করেছ রচনা,
দিনেকের এ মিলনে আর যাই হোক্,
তার কিছু বিফল হবে না!

জ্যোতি

ঈদ, সে ত আমাদের ঐক্য সখ্য লাগি
বর্ষে বর্ষে দেয় দরশন,
প্রীতির মন্দিরে তার স্মৃতি জীয়াইয়া
এস চেষ্টা করি প্রাণপণ।
আপনারে অপরেরে এস টেনে লই
সমাজের কাজে দিতে প্রাণ,
সকলেরি এক স্বার্থ, এক লক্ষ্য হইলে
সহায় হবেন ভগবান্ ।

পূজনীয়া খোদেজা দেবী।

ঘন ঘোর অন্ধকারে আরব গগন
যবে সমাচ্ছন্ন দেবি, আরব সন্তান
কুআচার, ব্যভিচারে ঘোর নিমগন,
সে সময়ে যে বীরেন্দ্র, মানব-প্রধান,
জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ করি বিতরণ
নাশিল তিমির রাশি, সকলের আগে
চিনিলে তাঁহারে তুমি। করিয়া যতন
শত ভালবাসা দিয়া, শত অনুরাগে
বরিলে সে বর বপুঃ, একাগ্র অন্তরে
স্থাপিলে বিশ্বাস দেবি, ইস্লাম-উপরে।
কত যুগ মিলাইল কালের প্রবাহে,
তবু দেবি, তব কথা মোস্লেমের গেহে
ভক্তিভরে নবোৎসাহে হয় উচ্চারিত
প্রতি দিন, শত শত ভক্ত-রসনায়
তোমার কাহিনী গায়, করি বিমোহিত

প্রতি মোস্লেমের প্রাণ। প্রত্যেক হিয়ায়
যাচে বর, কন্যা-জায়া হউক তাহার
তব মত পতিপ্রাণা, সতীত্ব আধার,
তব মত ধর্ম্মে তারা হ'ক স্থির অতি,
তব মত প্রতি কর্ম্মে ধর্ম্মে থাক মতি।
তোমারি মতন তারা পতি বুকে থাকি,
প্রকৃত কর্ম্মের পথে নিক তারে ডাকি।
তুমি মাগো স্বর্গে থাকি কর আশীর্ব্বাদ,
নারী হতে ঘুচে যাক চির অবসাদ
তোমার সন্তানদের; পুনঃ জাগি উঠি
এ বিশ্বের প্রতি কেন্দ্র হ'তে তারা লুটি
লউক জ্ঞানের জ্যোতিঃ। আর একবার
ইস্লামের জয় রবে কানন কান্তার
জল-স্থল-মহাশূন্য হউক ধ্বনিত,
তার নব অভ্যুত্থান হ'ক প্রচারিত।

মুছে ফেল।

মুছে ফেল হৃদয়ের শোণিতের দাগ,
ভুলে যাও শোক যাহা আছে,
অতীতের স্মৃতি টুকু থাক্ পিছে প'ড়ে
তারে আর ডাকিও না কাছে।

বিদায়ের শেষ বাণী প্রকাশিয়া ধীরে
অতীত বরষ অই যায়,
তারি সনে যাক্ চলি বিষাদ-বেদনা
মুছে যাক্ স্বপ্ন-ঘোর-ছায়!

পাপ-তাপ-শোক-দুঃখ সকলেরে আজি
পূর্ণ প্রাণে দেওগো বিদায়,
ধর্মের পবিত্র আলো থাক্ হৃদি ভরি.
উঠুক মঙ্গল-গীতি তায়।

যাক্ দূরে ধনী-দীনে যে প্রভেদ আছে
সাম্য ভাব উঠুক জাগিয়া,
হৃদয়ের তন্ত্রী মাঝে সুমহান্ স্বরে
নব তান উঠুক বাজিয়া।

নব গানে নব তানে পূরিয়া অন্তর
কর্ম্মভূমে হও অগ্রসর,
হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা করি পরিহার
বিশ্বপ্রেমে মাতাও অন্তর।

এ জগতে যাহা কিছু মহান্ উদার
তাহারেই লও সাথী ক'রে,
যাহা কিছু পবিত্রতা মাখানো হেথায়
লও তারে তুলি নিজ ক্রোড়ে।

ভাবিও না অতীতের সহস্র আঘাত
যাহে হৃদি হয়েছিল ক্ষত,

মুছে ফেল।

মুছে ফেল সেই স্মৃতি, ভুলে যাও ধীরে
কি বিষাদে হিয়া অবনত।

এ জীবন নহে শুধু বিষাদ লাগিয়া,
এ জীবনে কত কাজ আছে,
বিষাদ ত কার্য্য-পথ রহে আগুলিয়া,
তাই তারে ফেলা চাই পিছে।

কর্ম্মের গভীর মন্দ্রে আকাশ-অবনী
উচ্ছ্বসিত হতেছে যখন,
তারি মাঝে আপনারে ডুবায়ে রাখিতে
করা চাই সহস্র যতন।

তাই বলি, মুছে ফেল হৃদয় হইতে
পাপ-তাপ অন্ধকার রাশি,
সহস্র সঙ্গীত রব মহান্ সাধনা
উঠিবেক হৃদয়ে প্রকাশি।

তখন সে নববর্ষে হৃদয় মাঝারে
উঠিবে যে সঙ্গীতের রব,
তাহাতে প্লাবিয়া যাবে এ বিশ্ব সংসার
হেথায় নূতন হবে সব।

নয়নের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা রাশি
নিমেষেতে যাইবে টুটিয়া,
কি আপন কিবা পর এক হয়ে যাবে
সম ভাব উঠিবে জাগিয়া!



আকবরের সমাধি (সেকেন্দ্রা)

সেকেন্দ্রা।

এইখানে মোগলের মুকুট রতন
শায়িত শান্তির মাঝে ; পথিক সুজন
নেহারিয়া এ সমাধি ভক্তিপ্লুত মনে
সম্ভ্রমে নোয়ায় শির ; হৃদয় গগনে
ভাসে তার কত ছবি কত পুণ্য কথা,
কত বরষের হায়, কতশত ব্যথা !
মনে পড়ে অতীতের দিল্লী দরবার,
মোগলের শত হর্ম্ম্য সুষমা আগার !
মনে পড়ে এই পথে এমনি সময়ে
বীর যোদ্ধা অগণন উৎফুল্ল হৃদয়ে
চলি যেত অবিরাম ; আর আজি হায় !
ভাঙ্গিতে এ নীরবতা ঝিল্লী ভয় পায় !
যে জন শায়িত হেথা অন্তিম শয্যায়,
কত রাজা মহারাজ তাঁহারি সভায়
অবিরত কলভাষে কহিত কাহিনী,

কত বীর-আস্ফালনে কাঁপিত মেদিনী!
কত কবি ঝঙ্কারিয়া সুমধুর তান,
নিয়ত তুষিত কত সভাজন প্রাণ!
সেই সভামাঝে নিত্য ফায়েজী ফজল,
বীরবল, টোডরমল, অমাত্য সকল,
প্রকৃতি পুঞ্জের হিতে দিবসে নিশায়,
সমদর্শী সম্রাটের সঙ্গে থাকি হায়!
কত নীতি শুভকরী করিত রচনা,
প্রজাহিতে নৃপহিত করিয়া কামনা।
মোস্লেম হিন্দুরে বাঁধি প্রেমের বন্ধনে,
প্রতিষ্ঠিত একক্ষেত্রে অভিন্ন পরাণে
চেয়েছিল দেখিবারে যেই মহাজন,
সেকেন্দ্রা তাঁহার অস্থি করিছে ধারণ!
আজি যুগ যুগান্তরে সেই দুই জাতি,
কি দ্রোহ কি কলহেতে রহিয়াছে মাতি!
যদি কোন শুভদিনে বিধির বিধানে,
এই দুই মহাজাতি মিশে প্রাণে প্রাণে,

সেকেন্দ্রা, তোমার এই নীরব শ্মশান,
সে দিন ভারতে হবে নব তীর্থ-স্থান!



বাসনা।

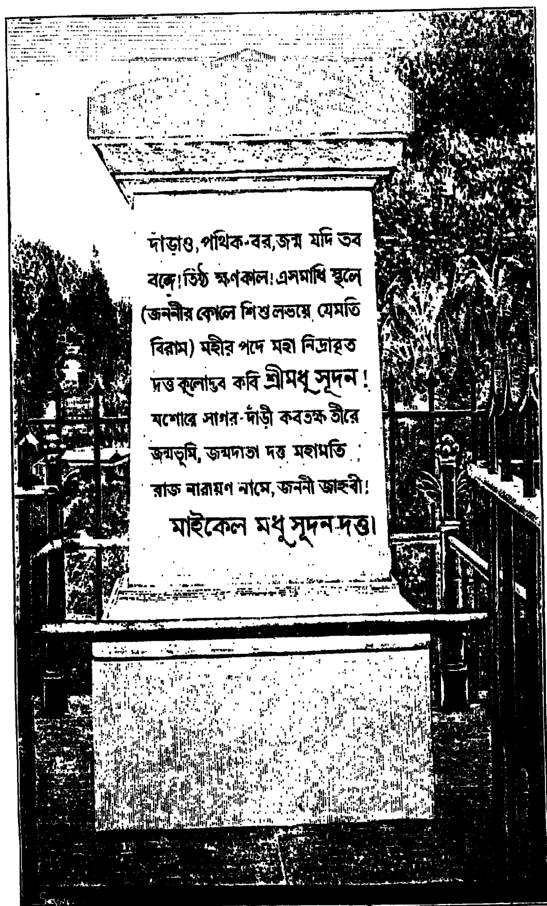
সংসারের যাতনার মাঝে
কেন মোরে টানিবারে চাও,
দূরে দূরে আছি আমি বেশ,
দূরে দূরে থাকিবারে দাও।
আমি ত বুঝি না ভাল হায়,
কারে বলে সংসারের জ্ঞান,
কি যে সুখ লভিব তাহাতে
প্রাণ মোর পায় না সন্ধান!
পরের মুখের গ্রাস নিতি
কাড়ি নিয়া কি লাভ আমার?
পরের সুখের পথে সদা
বিছাইয়া কণ্টক অপার?
কাহারো নয়নে অশ্রুরাশি
দ্বিগুণিত ত্রিগুণিত করি,

আমি কি লভিব শান্তি ?—হায়,
প্রাণ যেগো উঠিবে শিহরি !
হারাইয়া সর্ব্বস্ব তাহার
কে কোথা কাঁদিছে দিবানিশি,
আমি কি তাহার কাছে গিয়ে
হাসিব গো উপেক্ষার হাসি ?
আজি আমি অপরের প্রাণে
ঢালি যদি বিষাদের ভার,
এক দিন হ'তে পারে কভু
যে দিন এ জীবন আমার
অশান্তি, বিদ্রোহ মাঝে পড়ি
শান্তি আশে বেড়াবে ঘুরিয়া
কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত ;
হৃদয়ের দু'কূল ছাপিয়া
উঠিবে বিষাদ-গান সদা।
সেই দিন সেই জন্য যদি
যাতনার অঙ্কুশ প্রহারে
ব্যথা দেয় মোরে নিরবধি

সে কি তার হবে দোষ?
সে নহে কি পূর্ণ প্রতিদান?
যেমন দিয়াছি আমি তারে,
এ নহে কি তাহারি সমান?
এই যদি সংসারের খেলা,
এ খেলা খেলিতে সাধ নাই,
আছে কিনা কোথা শান্তিধাম
আমি তাহা খুঁজিয়া বেড়াই
কোন দূর তটিনীর কূলে,
লোকহীন কোন গিরি-বুকে,
যদি পাই সে কাম্য আশ্রম,
জীবন কাটাব তথা সুখে।
গিরিনদী উপলে চুম্বিয়া,
বহে যাবে আকুলিয়া প্রাণ,
আশে পাশে শ্যামল বিটপী
দাঁড়াইবে ভেদিয়া পাষাণ!
তারি মাঝে লুকাইয়া দেহ,
অনুদিন প্রদোষে উষায়,

পাখীগুলি উঠিবে কূজিয়া
উল্লাসে বহিবে মৃদু বায়।
প্রভাতে অরুণ আগে উঠি
শত শত হরিণের বালা,
নেহারিবে আমারে নির্ভয়ে
আনন্দে করিবে কত খেলা।
সংসারে ঘোর কোলাহল
তথা নাহি পশিবে কখন.
আমি শুধু দেখিব এসব,
স্বপনে রহিব নিমগণ!
গান শুধু পশিবে এ কাণে,
ভাব তার সকলি সুন্দর,
প্রভাতের পবন পরশে
হবে তাহা আরো মনোহর!
কলকণ্ঠ পাখীগুলি সাঁঝে
উল্লাসে ফিরিবে নীড়ে যবে,
তুষিবে এ অতৃপ্ত পরাণ,
আকাশ উছলি গানে সবে।

ধীরে ধীরে ভাসিবে গগনে,
শত শত তারকার রাশি,
মাঝে মাঝে তাহাদের সনে
ফুটিয়া উঠিবে শশী-হাসি।
কভু কাল বৈশাখী সন্ধ্যায়
মেঘে মেঘে আকাশ ছাইবে,
চঞ্চলা চপলা বালা তাতে
মনো সাধে ছুটিয়া বেড়াবে!
সৌন্দর্য্যের সে মহা সায়রে
আপনারে দিব ডুবাইয়া,
অন্তহারা সে অতল মাঝে
চিরদিন রহিব ঘুমিয়া!



মাইকেল স্মৃতিস্তম্ভ।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

ভক্তি-উপহার

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ত্রিংশ বার্ষিক মৃত্যুদিন স্মরণে তদীয় সমাধি-প্রাঙ্গনে পঠিত।

হে বঙ্গের মহাকবি,
আজি তব সমাধি-প্রাঙ্গনে,
কত কথা উঠে জাগি,
কি জানি কি মরম-দাহনে!

যাক্, যাক্ অপ্রিয়রে
টানি আনি নাহি কোন ফল,
তার 'পরে দিই স্থাপি'
বিস্মৃতির মলিন অঞ্চল।



সেই এক দিন হায়,
যেই দিন কত হৃষ্টমনে,
দীনা বঙ্গভাষা কণ্ঠে
নব মাল্য পরালে যতনে,
অতীতের সেই দৃশ্য
কি পবিত্র, মহান্, উজ্জ্বল,
আজিও স্মরিতে তাহা
দেহে যেন পাই নব বল !
বদ্ধ-জলাশয় মত
ছিল যবে আমাদের ভাষা,
সঞ্চারিয়া স্রোত তায়,
তুমি তার বাড়াইলে আশা।
তুমি তারে নিলে টানি
এ বিশ্বের জনতার মাঝে,
তুমি তারে দিলে শিক্ষা
এ জগতে তারও কাজ আছে ;
তুমি তার কর্ণমাঝে
দিলে ঢালি, কি পবিত্র গান,

ভক্তি-উপহার।

তারি ফলে, মহাকবি,
জাগিতেছে মায়ের সন্তান।
দিকে দিকে আজি শুন
উঠিয়াছে কর্ম্মের বন্দনা,
আশীষ হে প্রিয় কবি
দেশ জুড়ি, জাগুক চেতনা।
তোমারি কাব্যের মাঝে
হেরিলাম তোমার হৃদয়,
অন্তরে বাহিরে দেব,
সদা তুমি এক ভাবময়।
তাই আসিয়াছি আজি
কত আশে করিতে অর্পণ,
তব প্রিয় নাম স্মরি,
ভকতির সুরভি চন্দন।
তুমি যদি লহ কবি,
এ দীনের ক্ষুদ্র উপহার,
জীবন স্বার্থক হবে,
নব শক্তি লভিব অপার।

অঞ্জলি

কবি কুঞ্জধাম হতে
হে বরেণ্য বঙ্গের ভূষণ,
স্বদেশের তরে সদা
সুমঙ্গল করহে সাধন ।

বিদায়।

(টেনিসনের "Farewell")

ওগো স্নিগ্ধ স্রোত-ধারা বয়ে যাও সাগরের নীরে,
শত বাহু প্রসারিয়া ডালি হও সে চরণ 'পরে।
এ জীবনে কভু আর তব চিরশ্যাম-স্নিগ্ধ তীরে
আসিব না, যাই তবে, বিদায়গো জনমের তরে!

মধুরে বহিয়া যাও আলিঙ্গিয়া শ্যামল প্রান্তর,
ক্ষুদ্র নদী হও ক্রমে সুবিশাল স্নেহ তরঙ্গিনী,
ভ্রমিবনা আর আমি তব অই তীরভূমি 'পর,
দেখিবে না আর মোরে, জন্মশোধ বিদায় সঙ্গিনি!

কিন্তু হেথা বেড়ি' তোমা নিঃশ্বসিবে পিপুল বিশাল,
ঝাউ গাছ শিহরিবে পবনের মৃদুল কম্পনে,
মক্ষিকার গুণ্ গুণ্ প্রিয় ধ্বনি কি সাঁঝ সকাল
উঠিবে তোমারি কূলে, চিরদিন, কি চির জীবনে!

সহস্র অরুণরশ্মি প্রবাহিত হবে তব নীরে,
নাচিবে তোমারি জলে শত শত চারু চন্দ্রলেখা :
আমি শুধু ভ্রমিব না এ জীবনে আর তব তীরে,
যাই তবে চিরতরে, এই দেখা, জেনো শেষ দেখা !

একটী বালিকার প্রতি।

একবার যার স্নেহ নিছ তুমি কেড়ে,
সে তোমারে জিজ্ঞাসে কি যায় চলে দূরে
নেহারিতে তাই তুমি থাক দাঁড়াইয়া
স্নেহের প্রতিমা অয়ি! মুগ্ধ প্রাণ নিয়া
করিবারে চাও পরে অতি আপনার,—
কি স্নেহ উছলে অই হৃদে অনিবার!
এ সংসারে সেই ভাল যাহার পরশে
পুণ্য লভে জয়, আর যাহার দরশে
টুটে জীবনের পাপ, ঘুচে অবসাদ,
জাগি উঠে ক্ষীণ প্রাণে পরম আহ্লাদ!
হও তুমি সেই মত,—বড় মন লয়ে
যত পার রাখ ঢাকি, নিজ স্নেহ-ছায়ে!
দূর হতে শুনি তব করুণা কাহিনী
লইব গো আপনারে শত ধন্য মানি'।

নববর্ষ।

নূতন বরষ নাথ, দেখ আজি আসে ধীরে,
অতীতের শেষ রেখা মিশে যায় কি আঁধারে !
ঊষাহাসে মধুহাসি, পাখী ঢালে সুধা রাশি
হরষে আপনাহারা পবন ব্যজন করে !
কলতানে গেয়ে গান তটিনী আকুল প্রাণ
আজি ছুটে যায় সুখে মিশিতে মহাসাগরে
আমরা কেন গো তবে, বসিয়া রহিব সবে
আমরা ও যাব ছুটে নিজ নিজ পথ ধ'রে ;
জগদীশ দয়া সিন্ধু, বিতরি স্নেহের বিন্দু
শুভ আশা জাগাইয়া দেও সব হৃদিপরে !
তুমি যদি সাথে থাক, মোরা কিছু ভাবি না কো
সাধনা ও সিদ্ধি রবে মোদেরে আশ্রয় করে।

উপেক্ষিতা

হায় সখি, এইরূপ বিফলে তিয়াষে
এ জীবন যাবে কে জানিত ?
হৃদয়ের সাধ, আশা অনন্ত নিরাশে
লুপ্ত হবে হায় কে ভাবিত ?

সরল শৈশব সুখে ছিনু যবে ভোর,
সে আসিয়া দিল দরশন,
অনন্ত পুলকে হৃদি পূর্ণ হ'ল মোর,
পাইলাম নূতন জীবন।

ভাবিলাম এই সুখ, এই তৃপ্তি নিয়া,
পড়ে থাকি অনাদি সময়.
উভয়ের ব্যবধান এক করি দিয়া
লভি প্রেম অনন্ত, অক্ষয় !

কিন্তু মোর করমের কি যে কি লিখন
উঠিল হঠাৎ ঝঞ্ঝাবাত,
এক হৃদি, দুই হ'ল. হায় অভিশাপ !
কেবা দেখে মোর অশ্রুপাত !

বর্ষ পরে বর্ষ গেল, মাস, মাস পরে,
ফিরিল না অদৃষ্ট আমার,
উপেক্ষিতা, অনাদৃতা রহিয়াছি পড়ে,
নীরব রোদন মোর সার !

অমরতা।

জীবন কিছুই নহে, শুধু স্বপ্ন, খেলা,
দু'দিনে ফুরায়ে যায় আনন্দের মেলা।
সুকৃতি বেড়িয়া থাকে অনন্ত জীবন,
মানুষ মরিয়া হয় অমর তখন।

অভ্যর্থনা।

কনক কিরণ মেখে গায়
কোথা হতে এলি তুই বালা.
আলোময়ী দেব বালাগণ
তোর সাথে করিত কি খেলা?
স্বরগের প্রভাত পবনে
রাশি রাশি ফুটিত কি ফুল?
সুরবালা উঠিয়া ত্বরিতে
কুড়াত তা হইয়া আকুল?
শরতের ফুটন্ত শেফালি
তার মাঝে তুই বুঝি ছিলি?
হরষে আপনা হারা হয়ে
পড়িলি এ মরত উজলি!
দয়া করে. এলি যদি বাছা,
থাক্ তবে গৃহ আলো করি.
সুবাসে সৌন্দর্য্যে তোর হেথা
উঠুক হাসিয়া এই পুরী।

অভ্যর্থনা ।

বিধাতার স্নেহের আশীষ
তোর পরে হ'ক বরষিত
দেবত্বের শুভ্র অলঙ্কারে
হ'ক তোর সকল শোভিত।
পৃথিবীর পাপ-মলিনতা
তোরে যেন, নাহি ছোঁয় বালা,
তোর কণ্ঠে হউক ধ্বনিত
স্বরগের সঙ্গীতের মেলা !

৩

জ্যোতি

কোন নব পরিণীত বন্ধুর প্রতি।

ওগো সখে, এত দিনে জীবন কাননে
ফুটিবে তোমার শত সুরভিত ফুল;
তব হৃদয়ের শূন্য প্রেম-সিংহাসনে
লাজারুণ দীপ্ত মুখে, প্রণয়ে অতুল,
অধিষ্ঠাত্রী দেবী যবে লভেছে আসন
আপনার গর্ব্ব লয়ে নিজ অধিকারে,
কিসের অভাব তব? পূর্ণ কর মন
প্রেম-প্রণয়ের গানে। অন্তর বাহিরে
কর্ত্তব্যের কশাঘাতে হয়ে ম্রিয়মান
এত নহে কাল কাটাবার। কর্ত্তব্য সে
কর্ত্তব্যই আছে চির দিন; তার স্থান
তারে দিবে, রমণী সুমধুর হাসে,
প্রণয় দাঁড়ায় যদি আপনা বিকাশি'
ঠেলে ফেলে দিবে তারে? অন্তর-আগ্রহে
বারেক তাহারে কি গো সুধাবেনা হাসি,
এত দীর্ঘ দিন পরে কিবা শুভ গ্রহে

বন্ধুর প্রতি।

সে আসি দাঁড়াল তব জীবনের পথ
আলোকিয়া, উচ্ছ্বসিয়া ? কোন্ মনোরথ
আজি তারে টানি নিল বাঞ্ছিতের দ্বারে,
কেন তার সর্ব্ব দেহে পুলক সঞ্চারে ?
না, না, সখে, ঐ তব আঁখি সকরুণ,
বলিছে উদয় হৃদে প্রেমের অরুণ।
তাই হ'ক, প্রিয়জনে বুকে সাপটিয়া,
তোমার জীবন যাক আনন্দে বহিয়া।
তব গৃহে থাক্ ভাই সুচির কল্যাণ
ধ্রুব তারকার মত শুধু এক স্থান
অধিকার করি। আর পতিব্রতা নারী
তোমার গৃহের হ'ক অনন্ত প্রহরী।
থাক্ তথা শান্তি, তৃপ্তি, ঈশ আশীর্ব্বাদ
তব গৃহ হ'ক ভাই দেবতা-প্রসাদ।



কবির মন।

থেমে গেছে বাদলের ধারা,
চারি দিক শীতল বিমল ;
স্নিগ্ধ বায়ু বহে মাতোয়ারা
লুটি বন-ফুল-পরিমল !

গৃহ কোণে বসে ছিল কবি
হৃদে নিয়া শতেক কল্পনা,
আঁখি তার ছিল কোন্ দূরে
নেহারিতে শোভনা ললনা !

সে গো বুঝি মানসী তাহার ;-
হৃদয়ের শত রন্ধ্র দিয়া
পশিল সে যবে একবার
আলো গানে দিল উছলিয়া !

খুলে গেল কবির নয়ন,
জগতের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার
লুটি'পড়ে তাহার চরণ,
বাকি কিছু রহিল না আর !

গৃহ ছাড়ি চলিল তখন
অসরল বনপথ দিয়া,
প্রভাতের অরুণ কিরণ
উঁকি মারে রহিয়া রহিয়া

দুধারে দুলিছে বাঁশ-ঝাড়
ঘুঘু গুলি বসিয়া তথায়,
প্রণয়ের মধুর কাহিনী
কুহরিয়া সকলে জানায় !

ঝোপে ঝাড়ে হেথায় হোথায়,
শত তালে নাচে বুল বুল,
কবি ভাবে তাহার হিয়ায়
উঠিছে কি আনন্দের রোল !

নদী

ক্ষুদ্র এক স্রোতস্বতী ধায়
প্রান্তরের মাঝখান দিয়া,
কাচ স্বচ্ছ সলিলে তাহার
মাছগুলি বেড়ায় খেলিয়া!

আঁকি বাঁকি এ দিকে ওদিকে
শেষে অতি ক্ষীণ তনু তার,
মাঠ মাঝে পড়েছে লুকায়ে,
চিহ্ন তার মেলা অতি ভার!

কত দূরে আসি শেষে কবি
বসে এক তীর-তরু-ছায়,
কুল-কুল গান গেয়ে ধীরে
আনমনে নদী কোথা যায়!

এ-পারে ও-পারে কত তার
দৃশ্য রাজে শোভন সুন্দর,
প্রভাতের মৃদুল পবন
ক্রীড়া করে তাহার ভিতর!

কবির মন।

নবীন ধানের শীষ গুলি
বায়ু ভরে পড়িছে লুটিয়া,
আকাশে নবীন মেঘথর
পথ ভুলে বেড়ায় ছুটিয়া!

নীড় ছাড়ি প্রভাতে চাতক
উড়িয়াছে উধাও গগনে,
নিরন্তর সঙ্গীতের ধারে
প্লাবিয়াছে মলয় পবনে।

এই সব পশি প্রাণে কাণে
কবির হৃদয় গেল খুলি,
তথা শ্যাম শস্প মাঝে শুয়ে
গান তার উঠিল উছলি।

গাইছে সে "এ জগত নিতি
হইতেছে ধীরে অগ্রসর,
অনন্ত উন্নতি-পথ দিয়া
স্রষ্টার চরণে নিরন্তর।



"জগতের দুঃখ-দৈন্য যত
পথের কাঁকর মত হায়,
ক্ষণ তরে পায়ে ফোটে যদি
পথ চলা হয় অতি দায়!

"সে দুঃখের লাঘব করিতে
বনে ফুটে সুবাসিত ফুল,
পাখী গান গায় হৃষ্ট চিতে
নব সাজে রাজে বৃক্ষকুল!

"বলে সবে 'দুঃখ শুধু হেথা।'
সুখ কি গো মিলেনা কখন?-
বিধাতার বিশাল জগতে
সুখ শুধু কল্পনা, স্বপন?

"খুঁজে দেখ হৃদয় আপন,
সুখ তথা পাও কি না পাও,
মিছা কেন বিধাতার 'পরে
অবিচার ঢেলে নিতি দাও।

কবির মন।

"সুশ্যামল শস্য ক্ষেত্র গুলি
স্বাদুনীরা তটিনী বিমল,
পাখী গাহি' স্বর-সুধা ঢালি—
মোহে প্রতি হৃদয় তরল!

বায়ু বহে উল্লাসে উচ্ছ্বাসে
প্রকাশিয়া কত মধু কথা,
হৃদয়ের কূলে কূলে ছুটে
গান শত ঢাকি, ছাপি ব্যথা!

"কে বলেরে সুখ ভবে নাই ?-
আমি দেখি সুখেরি সংসার,
বিধাতারে হৃদয়ে ধেয়াই,
সুখ পাই অনন্ত অপার!"

গাইতে গাইতে কণ্ঠ তার
একেবারে গেল রোধ হ'য়ে।
প্রকৃতির রূপের ভাণ্ডার
আঁখি কোণে পড়ে তার ছেয়ে!

মুগ্ধ চিতে রহিল সে বসে,
কথা তার হৃদে না জুয়ায়,
অন্তর ভরিয়া গেছে গানে
ভাব-স্বপ্নে বসে নিরালায় !

মালতী কবির প্রিয় মেয়ে
বহু স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া
শেষে তথা উপনীত হয়ে
দেখে পিতা রয়েছে বসিয়া

আঁখি দুটি গগনের পানে
অপলক কি যেন দেখিছে,
কোন্ দূর স্বপনের দেশে
কি জানি কি ছবিটি আঁকিছে !

পিতার সে পবিত্র মূরতি
নিরখিয়া বিমোহিত বালা,
না জুটিল হৃদয়ে শকতি
টুটিবারে পিতৃ-স্বপ্ন-খেলা !



'মালতী কবির প্রিয় মেয়ে
বহুস্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া
শেষ তথা উপনীত হয়ে
দেখে পিতা রয়েছে শুইয়া।'

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

কিছুকাল স্বপনের দেশে
হিয়া তার ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
ক্লান্ত হয়ে পড়ি অবশেষে
নিজ বাসে আসিল ফিরিয়া।

ভাঙ্গিলে সে মধুর স্বপন,
তীক্ষ্ণ রবিকর লাগে গায়
পিছনে ফিরায়ে আঁখি দেখে
মালতী দাঁড়ায়ে অপেক্ষায়।

বুকে টানি লইয়া তাহারে,
সস্নেহে জিজ্ঞাসি কত কিছু,
কবি ধীরে চলিলা আগারে,
মালতী চলিল পিছু পিছু।



বিবি ফাতেমা জোহ্‌রা।

ওগো দেবি, যবে তুমি শুদ্ধ শান্ত স্বর্গলোক ছাড়ি,
এলে মর্ত্তে মানবীর বেশে, রসুলের কোল আলো করি
দিলে যবে প্রথম দর্শন পৃথিবীর আলোকে-আঁধারে,
সেই দিন কি নব তপন উদেছিল বিপুল সংসারে !
পবন বহিয়াছিল সে দিন না কত হর্ষ ভরে,
বিলাইয়া শত শুভবাণী বিশ্বাসীর প্রতি ঘরে ঘরে—
"জনমিল রত্ন এক আজি সুপ্ত আরব সমাজে,
প্রচারিতে নারী-ধর্ম্ম, জ্ঞান-কর্ম্ম জগতের মাঝে।
আপনারে ছোট ভাবি, আপনার কর্ত্তব্যের পথে
সে যাবে সাধিয়া কাজ চির শুভ পূর্ণ মনোরথে
কি সম্পদে কি বিপদে তার স্থির-পুণ্য-ধর্ম্মমতি,
আলোকিবে রন্ধ্রে কেন্দ্রে বিলাইয়া কি পবিত্র জ্যোতিঃ"!
মুকুলিত মল্লিকার মত তাই তুমি ধীরে ধীরে
স্নিগ্ধবাস ছড়াইয়া ফুটিলে যখন প্রতি ঘরে,
সেই দিন নারীর জগতে জাগিল কি নূতন কল্যাণ,

ফাতেমা জোহ্‌রা

শিথিলিত নারীধর্ম্ম পেল এক মহান্ সম্মান।
তোমারে আদর্শ করি, কত নারী চিত্ত শুদ্ধ করি,
জীবনের কর্ত্তব্যের মন্ত্রে নিল দীক্ষা সব পরিহরি।
উপবাসে হায় মাগো কত তব জীবনের দিন
গেছে কাটি', তবু হয় নাই চিত্ত বিষাদ মলিন
শুধু ক্ষণেকের তরে। অন্তরের মহান্ সাধনা
রেখেছে তোমারে শুধু সিদ্ধি পথে করি একমনা।
তাই যুগ যুগ বাহী পবিত্রিত কাল স্রোত আজ,
তোমার মহিমা গাথা বহিতেছে জগতের মাঝ।
শত শতাব্দির ঢেউ বয়ে গেছে শতাব্দির ধারে,
নারী আজ ভারাক্রান্ত শত জীর্ণ ম্লান লোকাচারে।
পুরুষ চলেছে অগ্রে, নারী তার বহুপিছে প'ড়ে,
কে তারে ডাকিবে কাছে, নিয়ে যাবে পথে হাত ধরে?
পুরুষের পার্শ্ব-অস্থি হতে লভিল যে রমণী জনম
হেয় ঘৃণ্য ভাবি সবে তায় যায় আজি পীড়িয়া মরম।
বুঝে না যে বিধিরই বিধান, নারী বিনা পুরুষ জীবন,
পূর্ণ সবলতা লভি দাঁড়াতে নারিবে কদাচন।

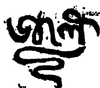
নারী শুধু নারী নহে, সে যে ভাবী বংশের জননী,—
রমণীর রক্ত বহে পুরুষের প্রত্যেক ধমনী।
তাহারে উঠাই যদি হাতে ধরে ধূলি পঙ্ক হতে,
আপনি উঠিব মোরা, জয় ধ্বনি উঠিবে জগতে,
সেই ভাবী দিন হায় যদি কোন সুপবিত্র ক্ষণে
দেখা দেয় আমাদের নিদ্রাতুর অঙ্গনে অঙ্গনে,
তুমি আরো গরীয়সী মহীয়সী রমণীর সাজে
ভাবিতে সে দিন মাগো আমাদের গৃহে সর্ব্ব কাজে
আশীষ জননি, সেই শুভ দিন আসুক সত্বর,
দ্বিগুণ উৎসাহে তোমা বরি আনি গৃহের ভিতর।

দেবাত্মার প্রয়ান।

জগতের দুঃখ-ক্লেশ পশ্চাতে ফেলিয়া
সে চলেছে অমর ভবনে
শান্তিহীন জীবনের ক্লান্তিলীন দিবা
রৈল তার পড়িয়া পিছনে !

অমল উজল মধুর রাত্রি,
অনন্ত পথের পবিত্র যাত্রি,
নেহারে চৌদিকে তার,

দিকে দিকে আজ হেরে শোভমান,
সুষমায় ভরা প্রকৃতির প্রাণ,
শত ফুল বধূ বিতরিছে মধু
খুলিয়া হৃদয়-দ্বার !



মৃত্যু হ'তে সে মুক্ত হয়েছে আজ,
বিফল বাসনা ব্যথিতে নারে তারে,
জীবন কুঞ্জের সহস্র উজল কাজ,
অমরার পথ উজলে কিরণ ধারে !

এ ধরার শুভ্র শেফালির মত
নির্ম্মল ছিল সে অতি,
পূর্ণ করি দিক নিজের সুবাসে
অমৃত ছানিয়া নিজ কলভাষে
সকলের প্রাণে আনন্দ বিলায়ে
সাধিত পরম প্রীতি ।

নিরন্ন আসিয়া দাঁড়াইলে দ্বারে
ব্যথিত জনের নয়ন-আসারে
উছলি করুণা বিগলিত ধারে,
প্লাবিত হৃদয় তার,

পৃথিবীর শত মলিনতা মাঝে,
যখনি দেখেছি তারে কোন কাজে,
ললাটে তাহার দেখেছি শোভিত
পুণ্য আলো দেবতার !

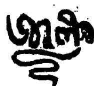
যাও দেব, যাও আজ, উজলি অমরা-পথ,
সাধনায় সিদ্ধি লভি' হও পূর্ণ মনোরথ।
আমরা ধরার প্রাণী, দীর্ণবক্ষঃ, ক্লিষ্ট প্রাণ,
স্মরিব তোমারে নিতি, জয় হ'ক, ভগবান !

স্বর্গ

আপনারে বলি দিয়া অপরের কাজে
যে দিন ত্যজিব আমি পরাণ আমার,
সেই দিন স্বর্গ মোর ভাতিবে জীবনে,
তার আগে স্বর্গলাভ মিছা কথা সার !

আশীর্ব্বাদ।

জ্ঞানে তুমি হও বাছা সিদ্দিকের মত,
আজিও মরণ যাঁরে পারেনি ছুঁইতে ;
ধর্ম্মে তুমি হও বাছা আলী সদাশয়,
শৈশবে যে সত্য পথ পারিল চিনিতে।
ওমরের মত হও অনন্য হৃদয়,
আপন কর্ত্তব্যে স্থির অটল অচল,
ওস্‌মানের মত হও বিনয়ী, সুধীর,
পবিত্র আদর্শময় চিত নিরমল !
তোমার মনটি হ'ক সরল, উদার,
বিশ্বের মঙ্গল হ'ক সাধনা তোমার।



বর্ষ-আবাহন।

মুছে ফেল আঁখিজল, সুপ্রসন্ন মুখে
আজি ওরে ডাক লও ; এক দিন সুখে
যাক্‌ কাটি।

আজ এই নবীন প্রভাতে
নববর্ষ জাগি' উঠি ধরা-প্রান্ত হ'তে
করিয়াছে যদি সব সরস, মধুর,
তবে কেন রবে ক্ষুণ্ণ ? কর কর দূর
চিত্তে আছে যত টুকু ম্লানতা-দীনতা।
মনে ভাব আনিয়াছে স্বর্গের বারতা
আজ আমাদের এই নবীন অতিথি
একটী বরষ পরে ; আজ ফুল-বিথি
তাই হের সঁপিয়াছে সর্ব্বস্ব আপন,
কূজনিছে পাখী কুল, নবীন ভূষণ

বর্ষ-আবাহন

পরিয়াছে দিগ্‌বধূ, প্রভাত পবন
হের কত স্নিগ্ধভাবে করে পরশন।

এক দিন আগে দগ্ধ ধরণীর বুক
রাখেনি বিছায়ে হায় এত টুকু সুখ
আমাদের লাগি।

সহিয়াছ এত দিন

শুধু শোক, শুধু তাপ, যন্ত্রণা অসীম,
তাই কি বাঁকায়ে মুখ চলে যাবে ধীরে,
দাঁড়াবেনা একপল, চাহিবেনা ফিরে,
কত হাসি, কত গান, কত আশা নিয়া
ও আজি এসেছে? না, না, বিবাদ-ছানিয়া
করোনা করুণতর নয়ন দুটিরে,
একবার প্রীতিভরে লও ডেকে ওরে।
ও আসি মিশিয়া যাক্ আমাদের সনে,
ও নবীন পরিণত হ'ক পুরাতনে।

তখন বুঝিবে খাঁটি, দিয়াছ বিদায়
কালি যারে, স্মৃতি-চিহ্ন মাখি তার গায়
লুবধ তৃষিত হয়ে আমাদের লাগি,
ভবিষ্য ভেদিয়া ওযে উঠিয়াছে জাগি।

ভুল সংশোধন

পথিকেরে আকুল ক'রে
　　কে তুমি দাঁড়ায়ে ললনা
পলকহীন আঁখির 'পরে
অলক কাঁপে থরে থরে,
মলয় আসি ধীরে ধীরে
　　করিছে শত ছলনা!

গ্রামের পথে চলিয়াছি
　　বিদেশী পথিক আমি,
অদূরে মন্দিরে উঠিছে বাজি,
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর রাজি,
দিগ দিগন্ত আঁধার করি
　　আসিছে সন্ধ্যা নামি।

আলো

ডুবেছে রবি পশ্চিম পাটে
ক্ষণেকে ক্ষণে আলোক টুটে
মৌনচ্ছায়া আসিছে জুটে
শ্রান্ত ধরণী 'পরে,

এমন সময়ে কে তুমি নারী,
দীন পথিকের পথ আলো করি,
ঝলকি অঞ্চল গেলে ধীরে সরি
বিঁধি মোরে প্রেম-শরে !

শ্রান্ত আমি, ক্লান্ত আমি
ভুলিনু আপন কাজ,
যে দিন তোমারে অয়ি কুহকিনী
হেরিনু হৃদয় মাঝ।
ভাবিনু সে দিন তোমার পরশে
দুঃখের গ্রন্থি খসিবে,
জীবন-কুঞ্জে তোমার দরশে
অযুত ফুল ফুটিবে।

তাই, রয়েছিনু বসি তব প্রতীক্ষায়,
দিনের পরে দিন চলে যায়,
উদাস নয়নে আকুল হিয়ায়
এঁকেছিনু কত ছবি,

শেষে এক দিন পুনঃ দরশনে
তোমার সিঁথির সিন্দুর জ্বলনে
দিক্ উজলিয়া কহিল অধমে
আমার স্বপন সবি!

দীর্ঘ পোষিত আশাতরু মোর
সে দিন ছিন্ন হইল,
জীবনের শত বাসনা পিয়াস
চির সমাধি লভিল!
তাই হ'ক, তুমি সমাজের দ্বার
থাক গো সবলে রোধিয়া,
সুদূর হইতে আমি নিশি দিন
শান্তি পাব তোমা পূজিয়া!

আকাশ-অবনী কম্পিত করি,
আমার শ্রবণে মরণের ভেরী,
বাজিবে যখন তুলিয়া লহরী,
সেই দিন দিয়ো দেখা,

দাঁড়াইয়া মোর হৃদয়ের দ্বারে,
চেয়ো একবার স্ফূরিত অধরে,
নলিন নয়ন স্থাপি মোর 'পরে
ধীরে স'রে যেয়ো একা।

তার পরে—
আর কিছু নাহি চাই,
আর কোন আশা নাই,
আমি মরণের কোলে সঁপিব নিজেরে
লভিয়া পরম শান্তি,
ঘুচিবে আমার দীর্ঘ জীবনের
যত কিছু আছে ক্লান্তি,
জীবনের যত ভ্রান্তি।

শরতে কামনা।

(বাল্য-রচনা।)

আজি, শরত-আকাশে শারদ চন্দ্রমা
মধুর মধুর রাজে,
আজি মনের মাঝারে কি মোহন বাঁশী
মধুর মধুর বাজে।
হেরি সোনালি বরণ তরল সলিলে
শতেক চাঁদের খেলা,
আজি হৃদয় সাগরে উথলি উঠিছে
কত আনন্দের মেলা।
আজি মৃদুল মৃদুল বহিছে পবন
দুলিছে গাছের পাতা,
তারা ঈষৎ দুলিয়ে ঈষৎ হেলিয়ে
কহিছে প্রেমের কথা,
কিবা এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িছে
অবশ শিথিল অঙ্গ,

যেন কোমলতা বিনে কিছু নাহি জানে
কোমল তাদের সঙ্গ।
কিবা প্রকৃতি ধরেছে মোহন মূরতি
মোহন রূপের ছায়,
আজি তরঙ্গে তরঙ্গে চন্দ্রলেখা গুলি
নেচে নেচে ভেসে যায়।
আমি এরূপ করিয়ে শারদ নিশীথে
শারদ-চাঁদিমা তলে,
ধীরে গাব সুখগান উন্মত্ত পরাণ
ভাসিব প্রেম-সলিলে।
আমি জাহ্নবীর জলে জ্যোছনা মাখিয়ে
তুলিব তরঙ্গ রাশি,
আর চারি দিক হ'তে দিগঙ্গনাগণ
বাজাবে মধুর বাঁশী।
আমি সে বাঁশীর তানে আপনা ভুলিব
ভুলিব জগতে সবে—
মোর 'মায়ার বাঁধন' টুটিয়া যাইবে
রহিব প্রেমেতে ডুবে।

নিবেদন।

মৌন সন্ধ্যা, কর্ম্মক্লান্ত দেহটী এলায়ে
পড়ে আছি শ্যাম-শস্প মাঝে। জীবনের
গ্রন্থি হ'তে আজিকার দিন খসি পড়ি
যদিও টানিছে মোরে মরণের তীরে,
তবু একবার, শুধু একবার, সাধ যায়
দেখি চাহি সুবিপুল পিছনে আমার!—
মানব জীবনে যাহা পুতঃ স্বর্ণযুগ,
সেই শৈশবের পানে আজো চিত্ত ধায়
তৃষাতুর মৃগ সম। মনে লয় যদি
কোন মতে শত উপচারে পারি তারে
ফিরায়ে আনিতে হৃদয়ের রক্তবিন্দু
দিয়া! সেই সরল শৈশব, দ্বেষহীন,
হিংসাহীন, শুধুপ্রীতি, শুধু পুণ্যভরা
বান্ধবের কলহাস্যে সদা মুখরিত।
আজ এই সংসারের ঘর্ষণে পেষণে
চিরক্ষুব্ধ ম্লান চিত্ত লয়ে লজ্জা হয়

কেমনে চাহিব ফিরি সে অতীত পানে,
যার পবিত্রতা আমি জীবন হইতে
ছিন্ন করি আপনারে করিয়াছি নত
ধূলি মাঝে।
শৈশবের পরেতে যৌবন
নূতন আকাঙ্ক্ষা নিয়া জাগিল হৃদয়ে!
এই বসুন্ধরা আপনার দেহ হতে
কোন্ মন্ত্রবলে যেন ফেলিল খুলিয়া
মায়া-আবরণ; রূপে, গন্ধে, শোভায়
সম্পদে, সে শত দিক দিয়া শত ভাবে
করিল প্রকাশ আপনারে। আমি সেই
সৌন্দর্য্যের অতুল সাগরে রহিনু ডুবিয়া :
ভাবিলাম, সৃষ্টির অবধি হতে যেন
আমার আত্মাটি এই মহা সৌন্দর্য্যের
সুধাপানে ছিল ভোর! ইহাতেই আমি
লভিব উদার মুক্তি। কিন্তু একদিন
কর্ত্তব্যের গম্ভীর আহ্বানে, সুপ্ত আত্মা

নিবেদন

যবে জাগিল প্রথম, বুঝিনু সে দিন,
শুধু হাসি, শুধু গান নিয়া নহে এই
মানব জীবন ! এর চেয়ে মহত্তর কাজে
ডাকিছে সবারে বিশ্ব ! আকুল হৃদয়ে
সমাজের লাগি সঁপিলাম ক্ষুদ্রতম
আপনারে, কি আহ্লাদে পূর্ণ হ'ল মন :
তার পরে দিন যায়, মাস মাস পরে,
বর্ষ ডুবে, বর্ষ উঠে। ডুবিয়া ভাসিয়া,
হাসিয়া, কাঁদিয়া, চলিলাম কিছুদিন।
কিন্তু ক্ষুদ্র আত্মা, হীন, ক্ষীণ, দুরবল,
বহুদূর নারিল চলিতে। আপনারে
গুটাইয়া, দেবতার শুভদৃষ্টি লাগি
যাহা কিছু করিল সঞ্চিত বহু যত্নে,
দিল বিসর্জ্জন। আঁধারে ডুবিল বিশ্ব,
কিম্বা নিজে ডুবিলাম বিশ্বের আঁধারে !
সেই হতে পড়ে আছি পথ নিরখিয়া
বিশ্ব দেবতার স্নেহ-আলো-কণা মাগি !

কিন্তু কবে কোন্ মহালগ্নে আলোকের
শুভ রেখা পাত হবে, মোর অন্ধ আঁখি
করিবারে জ্যোতিষ্মান্, নাহি জানি,
জানিবার নাহি অবসর। তবু দেব
হে চির বাঞ্ছিত, বাঞ্ছাকল্পতরুরূপে
ফুটাইয়া দেও জ্ঞান-আঁখি অধমের,
নিরখিতে তব দত্ত আলো দিয়া
তুমি কি অনন্ত, কি মহান্, কি উদার,
কত শক্তিশালী তুমি, কত ক্ষমাময়!
ধনীর নহত শুধু, দরিদ্রের হৃদে
সমভাবে রাজ তুমি ওহে বিশ্বরাজ,
তাই এই দীনজন মাগে তব পদে
দয়া, ক্ষমা, মুক্তি। তার পূরাও বাসনা
এ বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণু যাঁর
কৃপাবলে সচল, জীবনময় সদা,
আমিই কি তথা রহিব জীবন হীন?
আজ তব শুভ স্নেহালোকে ধন্য কর,
শান্তি দানে, প্রভু, এই শান্তিহীন জনে।



পরিবিবির সমাধি (ঢাকা)

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

পরিবিবি।

পরিবিবি নবাব শায়েস্তা খাঁর দুহিতা। ঢাকা লালবাগের পুরাতন কেল্লার ভিতরে তাঁহার সমাধি-মন্দির আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।)

আজ এই সমাধির নিভৃত নির্জনে
যে শুইয়া, সে যে ছিল শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার
এই শ্যামা ধরণীর। রমণী-জীবনে
যাহা কিছু বরণীয়, কমনীয় আর,
বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত, তাহা অন্তরে বাহিরে
তারি মাঝে পেয়েছিল প্রতিষ্ঠা আপন।
আজ তাই বেড়ি এই মৌন সমাধিরে
পবিত্রতা স্থাপিয়াছে নিজ সিংহাসন!
অনন্ত কালের স্রোতে কত আসে যায়,
কিন্তু যারা আপনার মহত্ত্ব-বিভায়
আলোকিত করে নিজ জীবনের পথ,
তারাই বরেণ্য, তারা পূর্ণ-মনোরথ।

পরিবিবি, আজ নহ নবাবের মেয়ে,
বিশ্ব জগতেরে তুমি আছ আজ ছেয়ে!

স্রোতস্বতী।

(টেনিসনের "The Brook")

১

আসিতেছি আমি হংস ও বলাকা
যেথায় বিহরে সুখে,
নাচিয়া ছুটিয়া তরঙ্গ তুলিয়া,
আপনার বেগে পথটি বাহিয়া,
লতার পাতার বাঁধন টুটিয়া
আলোকি উচ্ছ্বসি, গরজি, হরষি'
পড়িতে ধরার বুকে।

২

অতি দ্রুতবেগে আমি বয়ে যাই
পাহাড়ের পদ চুমি',
আর প্রস্তরের বাধা যদি পথে পড়ে,
তাহারে ডুবায়ে যাই বেগভরে,
পল্লী-প্রান্তর, সেতু ও নগর
বহু, বহু অতিক্রমি।

৩

শেষে আসি পড়ে ফিলিপের বাড়ী
আমার পথের পাশে,
তারে পিছে রাখি যাই ছুটে যাই,
মিশিতে উছল নদীটির ঠাঁই,
পূরাতে জীবন-আশে।
কারণ আমি ত মানুষের মত
আসিতে যাইতে নারি ;
আমি যদি যাই একেবারে যাই,
থমকি গমকি পথে না দাঁড়াই,
আমার সাধনা আমার বাসনা
যদি, লক্ষ্যেতে পৌঁছিতে পারি !

৪

উপল বন্ধুর পথের উপরে
কল কল ধ্বনি তুলি,
আবর্ত্তে আবর্ত্তে বুদ্ বুদ্ রচিয়া,
প্রস্তর কণায় কাহিনী কহিয়া,
সদা আমি ছুটে চলি'।

৫

আঁকিয়া বাঁকিয়া আমি যাই চ'লে
তীর ভূমি ক্ষয় করি,
শস্য পূর্ণ মাঠ, অফসলা ভূমি,
পড়ি রহে মোর দুই তীর চুমি,'
আমি ছুটে যাই, আপনা বিকাই
ক্ষীরস্রোত বিতরি ;—
উইলো-মেলোর নবীন পাতায়,
জীবন-স্রোতের লহরী-লীলায়
আমিই শোভিত করি !

৬

কূলে কূলে ভরা নদীটির সাথে
যখনি মিশিতে যাই,
আমি আপনা পাশরি', আপনা বিসরি'
আন্‌মনে গান গাই।
কারণ আমি ত মানুষের মত
আসিতে যাইতে নারি,

আমি যদি যাই একেবারে যাই,
থমকি গমকি পথে না দাঁড়াই,
আমার সাধনা, আমার বাসনা
যদি, লক্ষ্যেতে পৌঁছিতে পারি !

৭

আমি যাই চলি বক্র-গমনে
বসুধা-বক্ষঃ ভেদিয়া,
ভাসে মোর জলে ফুল রাশি রাশি,
বাটা ও শফরি খেলা করে আসি,
আপন মনে ছুটিয়া।

৮

পাথরের রাশি সোনার বরণ
পথে পড়ে যদি ; ফেনিল, শোভন
তুষারের কণা যদি ভাসে বুকে,
সবারে টানিয়া নিয়ে যাই সুখে,
রূপার বরণ জল রাশি লয়ে
উছলি উছলি পড়িবারে ধেয়ে
নদীর অসীম বুকে।

৯

'আমি বহি' ধীরে, তৃণ পূর্ণ মাঠ
থাকে মোর তীরে জাগি',—
কোথাও বা কোন্ বাদাম-বীথিকা
পথমাঝে যাই রাখি।
'ভুলোনা আমায়' নামে প্রিয় ফুল,
তারে ধীরে ধীরে দেই আমি দুল,
জনম যাহার সুখের ভুবনে
প্রেমিক প্রেমিকা লাগি'।

১০

কখন আমি বা বেগে ছুটে চলি
কভু বা মধুরে বহি,
কখন আঁধারে ডুবে আমি যাই,
আলোকের মাঝে কভু দৃষ্টি পাই,
চির চঞ্চল সোয়ালো পাখীর
কাণে কাণে কথা কহি।
যখন তরুর পত্র-পথ দিয়া

সূর্য্যের কিরণ পড়েগো লুটিয়া
ধরার বুকেতে আসি,
মোর বালুতীরে আলোও ছায়ার
হয় শুভ মিশামিশি !

১১

নিশীথে যখন গগনের কোলে
হাসে চাঁদ সুধা হাসি,
তারকা-বালিকা দূরে দূরে থাকি
বিলায় রূপের রাশি ;
কণ্টকের ঝোপ অতিক্রমি আমি
তখন মধুরে বহি,
উপল-শৈবাল পথেতে পড়িলে,
শুধু চলি রহি রহি !

১২

মুক্ত-বন্ধন হইয়া আবার
আঁকিয়া বাঁকিয়া যাই,
পূর্ণ উছল পারাবার বুকে
পাইবারে চির ঠাঁই !

কারণ আমিত মানুষের মত
আসিতে যাইতে নারি,
আমি যদি যাই, একেবারে যাই,
থমকি গমকি পথে না দাঁড়াই
আমার সাধনা, আমার বাসনা,
যদি, লক্ষ্যেতে পৌঁছিতে পারি।

কাহিনী

তেজঃপুঞ্জ কলেবর আরব যুবক
সুবিচার প্রার্থী রূপে দামাস্ক-অধিপ
মোয়াবিয়ার সিংহাসন-পার্শ্বে আসি
দাঁড়াইল যবে, সভাসদ্‌গণ তারে
নেহারিয়া ভাবিল হৃদয়ে, সবিদ্যুত
মেঘ যেন আসি দাঁড়াইল, কারো শিরে
হানিতে অমোঘ বজ্র। সে বীর মুরতি
প্রণমিল খলিফারে সম্ভ্রমে, বিনয়ে।
তার পরে যুড়ি দুই পাণি নিবেদিল,—
"ইস্‌লামের জয় খোদা করুক বর্দ্ধিত
হে খলিফা তোমা হ'তে ; তুমি মহাজন
ধর্ম্মের পবিত্র ভাব করিয়া প্রচার
ইস্‌লামের জ্যোতিঃ কর সদা সমুজ্জ্বল !
আজ যদি তব এই অধিকার মাঝে
দুর্বৃত্ত পাশব বলে করে অত্যাচার
রমণীরে, সে কি পরিম্লান করিবে না

তোমার রাজত্ব-গর্ব্ব ? রাজ-ধর্ম্ম হতে
হবেনা পতিত তুমি ?—শুধু জয়কার
এবিশ্বে তোমারি নামে হইবে ধ্বনিত ?
শুন মহাভাগ, দীন আমি, দুঃখী আমি
তবু মোর কুটীর উজলি' ছিল এক
শুচিস্মিতা, সৌন্দর্য্য-প্রতিমা। দুবৃত্ত সে
নোমান, যে খ্যাত তব প্রতিনিধি নামে,
বলে তারে নিয়াছে কাড়িয়া আমা হতে ;
কিন্তু সতী-ধর্ম্ম দেব পত্নীরে আমার
রাখিয়াছে আজও উজ্জীবিয়া। কর
প্রতিকার তার, নহে নোমানের রক্তে
প্রক্ষালিয়া দুটি হস্ত আজি একবার
রক্ষিব নারীর মান।"—ক্ষোভে আর রোষে
কণ্ঠ তার হ'ল রুদ্ধ, নয়ন হইতে
বর্ষিতে লাগিল যেন অগ্নি জ্বালাময় !
মহাত্মা মোয়াবিয়া ধীরে কহিলা তখন,—
"স্থির হও বৎস। জয় হ'ক ইস্‌লামের।
নারীর মর্য্যাদা কভু হইবে না ক্ষুণ্ণ

আমা হ'তে। শুন, কালি প্রাতে পাবে তুমি
পত্নীরে তোমার। আর দুর্বৃত্ত নোমান
পাবে তার কর্ম্ম অনুরূপ শাস্তি। যাও,
বৎস, ফিরে যাও গৃহে আজি।"
প্রণমিয়া
সকলেরে, বক্ষঃ মাঝে লয়ে রাশিকৃত
গুরু বিষাদের ভার, সে গেল চলিয়া!
এ প্রাচীন পৃথ্বী যেমনি চলিতেছিল
তেমনি চলিল। কারো সুখ-দুঃখ পানে
চাহিলনা শুধু মূহূর্ত্তের তরে। তাই
দিবা শেষে রবি অস্ত গেল, রাত্রি এল
তিমির বরণ। চরাচর সুপ্তি মগ্ন হ'ল,
ধ্যান মগ্ন হ'ল বুধ, এ বিশ্বের যত
রহস্যের মাঝে করিয়া সে আপনারে
গোপন, লুণ্ঠিয়া নিতে নিজের বাঞ্ছিত
ধন!
বিধাতার চক্র-আবর্ত্তনে, উষা

কাহিনী

বিনোদিনী, ভালে লয়ে বালার্কের ফোটা
আবার দর্শন দিয়ে নিদ্রাতুর বিশ্বে
আনিল চেতনা। এ জীব-জগৎ হ'তে
উঠিল বন্দনা গান বিশ্বপতি পদে।

যথাকালে দেশ পতি সুজন মোয়াবিয়া
আসি বসিলেন সভামাঝে। মুখে তার
রয়েছে অঙ্কিত করুণ-কঠোর ভাব,—
যেন দোষী তার কাছে পাইবেনা ত্রাণ,
আর্ত্তজন সে মুখের সুধাবাণী শুনি
হইবে কৃতার্থ। ক্রমে অর্থী প্রত্যর্থীর দল
গেল চলি নিবেদিয়া যাহা কিছু ছিল
বলিবার। সভা হ'ল স্থির, অচঞ্চল।
আজ্ঞা-অনুবর্ত্তী হয়ে প্রহরী জনেক
সভামাঝে উপস্থিত করিল তখন
নোমানে ও রমণীরে। খলিফা মোয়াবিয়া
জিজ্ঞাসিলা নোমানেরে, কোন্ বিধি মতে

পরের নারীর প্রতি পড়িল তাহার
লুব্ধদৃষ্টি ? খলিফার প্রতিনিধিরূপে
সে কি কলঙ্কিত করে নাই রাজধর্ম্ম ?—
সত্য, পবিত্রতা দু-ই পায়েতে দলিয়া
অসত্যের নরকের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করে
নাই সিংহাসন ? সুবিচার, সে কি
কামুকের কামনার কাছে পরাজিত
হবে ?—রোষে, ক্ষোভে তার দুইটী নয়ন
রক্তবর্ণ হয়ে যেন লাগিল জ্বলিতে।
বলিলা তখন, "বল্ পাপী বল্ তুই,
যত কিছু আজ তোর আছে বলিবার।"
"খলিফা, দেশের রাজা, ধর্ম্মের পালক!
আমি পাপী, নরাধম, ঘৃণিত কুক্কুর,
কিন্তু যেই দিন আমি হেরেছি নয়নে
মাধুর্য্য-পূরিত, প্রেমে ঝলকিত, দীপ্ত,
ওই আরব-বালার মুখখানি, তার
লীলাঞ্চিত গতি, আমি সে দিন নিজেরে

বিকাইয়া দিছি অই পায়। আমি তারে
নিজ আয়ত্তের মাঝে, বড় আশা ক'রে
নিয়াছিনু, কিন্তু সে ত কুলিশ-কঠিন!
সেধেছি, কেঁদেছি কত, হায় সে পাষাণী
টলিলনা, নারিলাম তারে একবার
বক্ষঃ মাঝে নিয়ে দিতে একটি চুম্বন,
শুধুই একটি, তার বেশী নহে কভু!
চাহিলাম বল প্রকাশিতে, কিন্তু হায়,
তাও তো হ'লনা! সে নারী যে পলকেতে
চূর্ণিত কুন্তল হ'তে করিয়া বাহির
তীক্ষ্ণধার ছুরিকায়, চাহিল বিঁধিতে
বক্ষেঃ মোর। তার পরে নিজ হৃদি-রক্তে
সে করিবে রঞ্জিত তাহারে। ভয়ে আমি
কত হস্ত সরে গেনু, বলিতে না পারি!
নারীর ও মূর্ত্তি নহে, মূর্ত্তি বাঘিনীর!
তবু চিত্ত ধায় মোর তাহারি পিছনে,
রোধিতে পারিনা নিজ বাসনার গতি।

যেই শাস্তি ইচ্ছা মোরে দেও মহারাজ,
শির পাতি লব তাহা, শুধু একবার
অধরের সুধা তার করিতে লুণ্ঠন
দেও অধিকার, তার বেশী নাহি চাহি !"
সম্বরিয়া নিজ ক্রোধ, আরব-বালারে,
সতীধর্ম্ম তার নিজে পরীক্ষার লাগি,
খলিফা কহিলা শেষে ধীরে, 'অয়ি নারী,
আমি ও নোমান আর আরব যুবক
এ তিনের মাঝে, শুভে, কে তব বাঞ্ছিত?
নোয়াইয়া শির, চক্ষু আনত করিয়া,
বীণা-বিনিন্দিত স্বরে করিলা উত্তর,—
"জাহাঁপানা, আমি ক্ষুদ্রা নারী আপনার
নহি যোগ্যা, সুরূপা, সুযশাঃ, যেই জন
আমা হ'তে, রাজ-স্বামী শুধু যোগ্য তার।
আমি চাই দীনের কুটীরে থাকি সুখে
লয়ে মোর দেবতায়, পূজি পা দু'খানি
অনন্ত প্রসাদ লভি চিত্তে আপনার।

খঞ্জ হ'ক, অন্ধ হ'ক, হউক কুরূপ,
তবু সে আমারি স্বামী, আমি তার নারী।
এই আঁখি কভু হেরিবেনা এজগতে
নিজ স্বামী হ'তে আর কারে শ্রেষ্ঠতর।
মোস্লেম-রমণী নহে শুধু বিলাসের,
শুধু কামনার কমনীয় ধন। নহে
সতী-ধর্ম্ম তার মিথ্যার নির্ম্মোকে ঢাকা,
চিরসত্যে পূর্ণ তাহা, চির সমুজ্জ্বল!
সে জানে তাহার স্বর্গ রয়েছে নিহিত
স্বামীর পায়ের নীচে। ইহা ছাড়া আর
জানেনা সে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম কিবা রমণীর!
আমি সে-ই নারী, আজ পাপীর কি সাধ্য
স্পর্শে মোর দেহ? এই নোমান কুক্কুর,
ঘৃণিত অধম নাহি যার চেয়ে আর
এবিশ্ব-জগতে, পরস্ত্রী-লোলুপ যেবা,
আমি হব তার? এর চেয়ে মৃত্যু ভাল!
দেব, লজ্জা আসি রোধিছে বচন মোর,



নহে বলিতাম খুলি হৃদয়ের দ্বার ;—
ক্ষম দেব প্রগল্‌ভতা এই অবলার।
স্বামী মোর চাহিয়াছে শুধু সুবিচার
তাই দাও, অন্য কিছু নাহি চাহি আর।
স্বপ্ন হ'তে যেন জাগি' উঠি', চারিদিক
চাহি, কহিলা তখন ধর্ম্মাধিপ, "আজ
পুণ্যেরই হইবে জয়, পবিত্রতা আসি
চিরসত্য মাঝে তার স্থাপিবে আসন।
মন্ত্রি, আজি এই পরস্ত্রীহরণকারী
কামুক কুক্কুরে, জীবন্ত প্রোথিত করি,
প্রস্তর আঘাতে কর প্রাণ নাশ তার।
হউক প্রচার বিশ্বে, ইস্‌লাম কখনো
অধর্ম্মেরে নাহি দেয় বিন্দু অবসর
করিবারে সত্য ও ধর্ম্মেরে পরাজিত।"

মাধুরী

(বন্ধু কন্যার অকাল মৃত্যু উপলক্ষে।)

কি ভুল! স্বর্গের ছায়ে
ছিলি ভাল নীরবে নির্জ্জনে,
কেন মিছে ছুটে এলি
পাপ-দগ্ধ কঠোর ভুবনে!
পারিলিনা সহিবারে
দুদণ্ডের মিছা অভিনয়,
হাসি অশ্রু এক করি
প্রবোধিতে নারিলি হৃদয়!
কেবলি আনন্দ ভরে
কে হেথায় গেয়েছিল গান?—
হেথাকার বাঁশী-বীণা
বিষাদে আনন্দে তুলে তান!
সেই যে দেখিনু তোরে বালা
হেমন্তের শেষ সন্ধ্যা বেলা

জ্যোৎস্না

বই ছবি কত কিছু নিয়ে
একমনে করিবারে খেলা,
সেদিন ভাবিনু মনে, তুই
প্রভাতের পদ্মটীর মত,
পিতৃ স্নেহে মাতার আদরে
হবি সুখে পূর্ণ বিকশিত।
কই তা'ত হ'লনা হ'লনা
মিটিলনা মনের বাসনা,
আরম্ভেই গলা বেঁধে গেল
সাধা সুরে গাওয়াত হ'লনা!
না টুটিতে বসন্তের শেষ রেখাটুকু
তুই মিনি চলিলি কোথায়?
এ শিশু জীবনে তোর কি ছিল অভাব
কি ব্যথা গো ছিল ও হিয়ায়?
এই জগতের মাঝে সবি তোর মেয়ে,
ছিল কি গো অচেনা অজানা?
একটিও প্রাণী হেথা ছিলনা এমন
দিতে পারে সরল-সান্ত্বনা?

তাই তুই চলে গেলি অভিমান ভরে
থেমে গেল তোর কল-গান ?
না মিশিতে দুটী বর্ষ কালের সাগরে
হ'ল সব স্মৃতির শ্মশান ?
আজি ভাবি বসে আমি নিরালা নির্জনে
কি করেছি সারাটী জীবন,
কারো অশ্রু পেরেছি কি মুছাতে গোপনে
পাপীরে কি করেছি সুজন ?
বিপথে যে চলেছিল পথহারা হয়ে
তারে পথে এনেছি টানিয়া ?
যে জন ঘুরিতেছিল অজ্ঞান-আঁধারে
জ্ঞান-আলো দিয়েছি জ্বালিয়া
তাহার অন্তর মাঝে ?—ব্যথিত যে জন
অবিরল ঢালে অশ্রুজল,
তারে কিগো সান্ত্বনার স্নিগ্ধবারি দিয়া
তিরপিত করেছি কেবল ?
অনাথ আতুর জনে স্নেহের আহ্বানে
ডেকেছি কি কোন একদিন ?

তাদের নিরন্ন মুখে দুটি অন্ন দিয়ে
তাহাদের বিষাদ মলিন
চিরশ্রান্ত নয়নেরে হাসির আভায়
করেছি কি কখনো রঞ্জিত ?—
তাহাদেরে বুকে টানি লইয়া আদরে
করেছি কি কভু শান্ত চিত ?
বৃথা, বৃথা, এ জীবনে কিছুই করিনি,
এ জীবন দগ্ধ মরুময়,
শ্বসিয়া উঠিছে ঘন পাপ তাপ রাশি
যাহে চির সঞ্চিত হৃদয় !
আজি তুই মরণের তীরে গিয়ে চলি,
জাগাইলি ঘুম ঘোর হ'তে,
টুটে গেল সুষুপ্তির মায়ার পরশ,
কর্ত্তব্য জাগিল যেন চিতে !
এক তুই মর কন্যা শতেক হইয়া
আজ হৃদে দিলি দরশন,
এক তুই গেলি আর শত হয়ে এলি,

এর চেয়ে কি আছে শোভন !
আমি কি ভাবিব তুই গিয়াছিস্ চলে
অতিদূর দূরতর দেশে ?
যথাকার আলো, গান, পারিজাত হাসি
ভাসেনা এ মরত আবাসে ?
তা'নয় ; এ হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে
জাগি রবি তুই চিরদিন,
অন্তর-নয়ন দিয়া নেহারিয়া তোরে
হইব সংসারে সন্মুখীন !
যখনি এ হৃদে হবে বলের অভাব,
দীপ্ত তেজে দাঁড়াবি আসিয়া,
দুর্ব্বলতা দেখি তোরে দূরে সরে যাবে
আপনাতে আসিব ফিরিয়া।

মোস্লেম নারীর প্রতি

হে মোস্লেম নারী, হায় মনে পড়ে আজ
সেই এরমুকের কথা! সুদূর অতীতে
যে দিন তোমারি জাতি, বিক্রম বিভাতে
উজলিয়া ছিল হায় মোস্লেম সমাজ!
বিপক্ষের আক্রমণ সহিতে না পারি
ছুটিলা মোস্লেম সৈন্য যবে রণ ছাড়ি,
তুমি ত সিংহীর মত উঠিলে গর্জ্জিয়া
আপনার তেজোগর্ব্বে, দাঁড়ালে রুধিয়া
তাহাদের পথ আসি। জানালে গম্ভীরে
হয় তারা রণক্ষেত্রে যাইবেক ফিরে,
নতুবা তোমারি হাতে লভিবে নিধন।
তার পরে, নারী হয়ে করিবে গমন
যুদ্ধক্ষেত্রে, রক্ষিবারে স্বজাতির মান—
যদি আবশ্যক হয় ডালি দিবে প্রাণ!
ফিরিল মোস্লেম-সৈন্য, বিপুল বিক্রমে
যুঝিল অরাতি সনে, সেই রণ-ভূমে

মোস্‌লেম নারীর প্রতি।

পলায়িত জনে শেষে করিল আশ্রয়
চির বীর-ভোগ্য শুভ বিপুল বিজয়!
আজ এই নবযুগে পৃথিবী ব্যাপিয়া
প্রতিকেন্দ্র হ'তে দেখ উঠে উছলিয়া
জ্ঞান-জয়-রাণী। শুধু তোমারি সন্তান
জ্ঞানরাজ্য হ'তে হায় করিছে প্রস্থান
ভীত, শঙ্কান্বিত পদে।
বিশ্বে আরবার
দেখাও এরমুক দৃশ্য। সন্তানে তোমার
ফিরাইয়া নেও পুনঃ জীবন-আহবে,
জ্ঞান-কেন্দ্র মাঝে। শুধু তখনি দেখিবে
ফিরেছে ভাটার টান।
তোমরা রমণী
নহ শুধু শোভা লাগি। তোমাদের বাণী
আবার সঞ্চারি বল প্রতি হৃদি মাঝে,
প্রত্যেক সন্তানে তব নব নব কাজে
করুক উন্মুখ সদা। যায় যাবে প্রাণ,
তথাপি বাড়াবে তারা জাতির সম্মান।

আজ মোরা নাহি চাহি অস্ত্রের ঝঞ্জনা,
আজ লক্ষ্য আমাদের জ্ঞানের সাধনা!
দুরূহ, কঠোর ব্রত সম্মুখে দেখিয়া
যে অভাগা ভয়াতুর আসিবে ফিরিয়া,
তার লাগি রচি' রেখ অনন্ত ধিক্কার,
ফিরাইয়া দিও তারে যুদ্ধে আরবার।
যেই জনা জয় লভি আসিবে যখন,
পরাইয়া দিও কণ্ঠে বিজয়-ভূষণ!
হে মোস্‌লেম নারী, আজ তব সেবা লভি,'
ধন্য হ'ক আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সবি।

বিশ্বদেব।

(কোনও আরবী কবিতার অনুসরণে)।

মা যেমন প্রীতিময় পবিত্র আননে,
বসে থাকি আপনার গৌরব আসনে,
নেহারে সন্তানে নিজ সুধা-দৃষ্টি দিয়া ;—
কারে চুমি', কারেও বা স্নেহে আলিঙ্গিয়া,—
একেরে বসায়ে নিজ জানুর আসনে,
অপরের দোলাইয়া রাতুল চরণে,
কার্য্য, দৃষ্টি, অভিযোগ, ছলনা-বচনে,
বুঝে লন মনোভাব একান্ত গোপনে,—
তার পরে একে স্নেহ, অন্যে তিরস্কার,
যার যাহা প্রাপ্য তাহা দেন অনিবার ;
তবু তাঁর চিত্ত যুড়ি' রহে স্নেহ-সুধা,—
সেই রূপ বিশ্বদেব এ বিশ্বের ক্ষুধা
স্নেহ-হস্তে অবিরত করে নিবারণ।
তাঁর এই মহারাজ্যে কভু অপূরণ
থাকে না অভাব কারো। প্রার্থনার ছলে

যেই যাহা নিবেদিবে সে চরণ-তলে
ব্যর্থ তা হবেনা কভু। তাঁর নিতি খেলা,
দিব না বলিয়া শেষে সব দিয়ে ফেলা।

আমীর খস্রু।

মর্ম্মানুবাদ।

প্রথম স্তবক।

১

আজি মেঘ-মেদুর অম্বর হইতে বাদলের ধারা ঝরে,
বঁধু হ'তে আমি যেতেছি যেন গো সরিয়া কতনা দূরে!
কেমন করিয়া বলনা আমারে আজি এই দিনে হায়,
চিত্ত-হরণে স্মরণ হইতে বিদায় দেওয়া গো যায়।

২

মেঘ বরষিছে অবিরলধারে নিরমল বারিধারা,
বিদায়ের বাণী বলিবার আশে আমি আর বঁধু খাড়া;
হৃদয়-পাষাণ গলিয়া আমার ঝরিবে নয়ন জল,
মেঘ-পুঞ্জ দূর আকাশেতে ভাসে, নীচে বঁধু অচঞ্চল!

৩

প্রকৃতি আজিকে হরিৎ ভূষণে সেজেছে নবীনতর,
লুব্ধবায়ু আজ মুগ্ধ করিছে বিশ্ব চরাচর।

কাননে কাননে বসন্ত আহ্বানে ফোট' ফোট' ফুল রাশি,
বুল্ বুল্ আসিয়া ফুটাবে কখন গোলাপ কুঞ্জের হাসি ?

৪

কুঞ্চিত তোমার কুন্তলে ওগো প্রত্যেক গ্রন্থির মাঝে,
আমার দেওয়া গোপন গ্রন্থি দেখনা কেমন রাজে !
কি আমার দোষ ? কি করেছি আমি, বলনা গো বঁধু মোরে ?
আমার সকল গ্রন্থি কেন গো খুলিছ এমন ক'রে ?

৫

তোমারি লাগিয়া শোণিত-লাল আমার এ দুটি আঁখি,
ওগো সখা, মোর আঁখির পুতলি, দয়া তব হবে নাকি ?
মিনতি আমার, ওগো প্রাণ বঁধু শুধু ক্ষণেকের তরে,
আমার আঁখির শোণিমা হইতে যেওনা ক দূরে স'রে !

৬

ওগো বাঞ্ছিত, উজ্জ্বল তব শুভ দৃষ্টি দিয়া,
যদি না উজলে নয়ন আমার আমার গোপন হিয়া,
কি কাজ নয়নে ? চাহিনা আমি এ বাহিরের শোভারাশি,
তোমার প্রাণের ছবিটি যদি গো না উঠে আঁখিতে ভাসি ?

জীবন আমার স’পিতেছি আজি তোমার রাঙ্গা পায়,
ওগো বঁধু মোরে ধূলায় লুটায়ে যেওনা অধম প্রায় !
কথায় আমার যদি নাহি হের বিশ্বাসের ক্ষুদ্র কণা,
আগে প্রাণ নিয়া তোষ মোরে পরে, তাতেও কি আছে মানা ?

৮

রবেনা তোমার রূপের মাধুরী, শুন বঁধু, ক্ষণতরে,
খস্রু হইতে সরে যদি তুমি যাহ গো চলিয়া দূরে।
কণ্টক হইতে ফুল্ল কোমল গোলাপ ছিন্ন হ’লে,
সুষমা হীন, শুষ্ক-মলিন লুটায় ধূলির তলে।

জ্যালী

দ্বিতীয় স্তবক।

১

মালঞ্চে মালঞ্চে বিলায় গোলাপ অতুল সুষমা-ভার ;
কোথা গেল আজ সে সুখ পাখিটি প্রাণপ্রিয় যে আমার ?
আসিয়াছে আজ সুখদ সময় বঁধুর ভোগের লাগি,
কুঞ্জের শোভা কোথায় এখন ? কবে সে উঠিবে জাগি ?

২

তার সুধা-হাসি সহস্র জনারে বেঁধে রাখে প্রেম-ডোরে,
তার অধরের অমৃত-পরশ মৃতেরে জীবিত করে।
আমার চিত্ত জুড়িয়া যে ব্যথা দিবস রজনী রয়,
কখন তাহার হবে অবসান ? কে জানে কখন হয় ?

৩

সবে বলে মোরে দুঃখ ভুলে যাও, দেখাও চিত্তের শোভা ;
আমি নিরাশ্রয় কোথায় পাইব রূপরাশি মনোলোভা ?
পাগল জনারে কে বিলাবে তার গোপন মাধুরী রাশি ?
তারে দেখি কার চিত্ত-সাগরে উঠিবে করুণা ভাসি ?

৪

কখন সুখের হিল্লোলে ভাসিয়া, কভু ডুবি দুঃখ-নীরে,
খেজের যখন পঁহুছিল গিয়া জীবন-স্রোতের তীরে,
আপনার মনে অঞ্জলি পূরিয়া পান ক'রে সেই বারি,
অনন্ত জীবন লভিল তখন মৃত্যুরে বিজয় করি !

৫

ওদিকে আবার শাহ্ সেকেন্দার দেশ হ'তে দেশান্তরে,
জীবন-স্রোতের সন্ধান লাগিয়া ফিরিল, মরিল ঘুরে।
সে অতুল নিধি, সে পবিত্র স্রোত, দিলনা তাঁহারে দেখা,
মরমে তাঁহার রহিল অঙ্কিত নিরাশার ক্ষত-রেখা !

৬

বঁধু যে আমারে বলিত সদাই, "এ জীবন কর দান,
শান্তির, সুখের সুস্নিগ্ধ ধারায় ভরিবে তোমার প্রাণ।"
আমিত আজিকে আত্মারে আমার করিয়াছি বলিদান,
কিন্তু কোথা গেল সে জন আমার, নিঠুর কঠোর প্রাণ ?

৭

আমি বলিলাম, "আমার দেহের তুমিই আত্মা, প্রাণ,
য'দিন আমার উজ্জ্বল আত্মাটি না করিবে আত্মদান।"

তুমি ত বলিলে, "ঠিক তাই, আজ তুমি প্রাণ, আমি কায়া,"
আমার আত্মাটি তুমি যদি হও, কোথায় জীবন—মায়া?

৮

তুমি বল মোরে, "ধৈরয ধরিয়া হও শান্ত, সমাহিত,
আমারি করুণা হউক তোমার ঐশ্বর্য্য আশাতীত।"
শির পাতি আমি করেছি পালন তোমার আদেশ বাণী,
কোথা গেল আজ প্রতিজ্ঞা তোমার, হে মোর জীবনস্বামি?

৯

মাসেকের পরে আমার এ পথে তোমার চরণ লেখা
তেমনি করিয়া উজল হইয়া যদি নাহি যেত দেখা,
তোমারি আঁখির দৃষ্টি আমারে করিত জীবন দান;
সে দুটি আঁখির নীরব ভাষার হইল কি অবসান?

১০

তোমার সকল সখাদের মাঝে আমিই কেবল হায়,
তোমারি প্রণয় স্মরণ করিয়া রয়েছি তোমারি পায়।
সেই খস্রু আমি নহি কিগো আজ, বল, বল, দেব মোরে?
তা'হলে তোমার আশীষ, করুণা, গেল আজ কোথা উড়ে?

মীর মশাররফ হোসেন।

যাও, যাও, দুঃখ-কষ্ট পিছনে ফেলিয়া,
সাহিত্যের কীর্ত্তি তোমা করিবে অমর ;
সেই এক সান্ত্বনার অমৃত লভিয়া
স্বর্গ-পথে দ্রুতগতি হও অগ্রসর !
কারবালার শোক-দৃশ্য দেখাতে জগতে
যে বিষাদ-সিন্ধু তুমি করিলে রচনা,
পড়েনি কি তার রেখা জীবনের স্রোতে ?—
লভ নাই শান্তি স্থানে অশান্তি, বেদনা ?
যখন ফুটিলে তুমি জাতীয় জীবনে,
একা শতরূপে হ'লে বঙ্গে প্রতিভাত,
তোমারি পদাঙ্ক ধরি সাহিত্য-কাননে,
চলেছে স্বজাতি তব আজ শত শত !
কীর্ত্তি-সৌধ হ'তে পারে পলকে বিলয়,
তোমার যে কীর্ত্তি, তাহা অক্ষয়, অব্যয় !

চৌধুরী মোহাম্মদ ইস্‌মাইল।

জ্ঞানের লাগিয়া যে দান আজি
করেছ তুমি মহাপ্রাণ,
সে কথা স্মরি' মোস্লেম-চিত্ত
উঠেছে আজি ভরিয়া,
যৌবন যার জীবনে জাগি'
তাঁহার এই আত্মদান,
কীর্ত্তি-প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে
উঠিবে বিশ্বে ভাতিয়া!
জীবন আছে, জলের মত
তাহাও যাইবে বহিয়া,
যৌবন আছে, পলকে সেত
কোথায় লুকাবে তরাসে,
অনন্তকাল কীর্ত্তি তোমার
রহিবে অমর হইয়া,
মোস্লেম-যুবা যুগে যুগে তোমা
আঁকিবে হৃদয়-আকাশে।

কর্ম্মেরে তুমি ধরম মাঝে
বরিলে যতন করিয়া,
স্বর্গের চাবি তুমিই লভিলে
আজি এ নবীন বঙ্গে,
মোস্লেম-যুবা তোমারি গাথা
গাহিছে অমৃত ছানিয়া,
কি স্বজাতি প্রেম, কি মহান্ ভাব
জড়িত জীবন সঙ্গে !
পূর্ব্ব বাঙ্গালার হাজি মোহ্‌সেন
ধন্য করিলে দেশ,
দেখালে জগতে হাতেমের দান
নহে কবির কল্পনা,
তোমারি এ দান শিরেতে ধরিয়া
সহিয়া অশেষ ক্লেশ,
আনিবে তাহারা নূতন স্রোতের—
নব ভাবের প্রেরণা !

প্রার্থনা।

স্বপনে, ঘুমের ঘোরে ছিনু পড়ি এতদিন,
যদি জাগাইলে নাথ, রেখ না অলস, দীন
অভাগা জাতিরে আর ; জ্ঞানে ধর্ম্মে সর্ব্ব কর্ম্মে
অতীত কাহিনী শত জাগাইয়া দেও মর্ম্মে।
যে পথে চলিলে মোরা লভিব বাঞ্ছিত ফল,
সে পথে চলিতে প্রভু দেও প্রাণে নব বল।
তোমারি আশীষ-কণা লভিলে এ মৃত জাতি
রহিবেনা মৃত আর ; জ্ঞানের বিমল ভাতি
উষার আলোক মত উঠিবে মধুরে ফুটি'
আমাদের গৃহে গৃহে। আবার লইব লুটি
সেই জ্ঞান, যাহা মোরা দিয়াছিনু বিসর্জ্জন
একদিন হেলা ভরে। চলিব অনন্যমন
আবার সে শুভ পথে, নবাদর্শ বুকে ধরি,'
তোমারি মধুর নাম অনিবার হৃদে স্মরি।